খেলা

শতদল মিত্র

ওরা রাম টুডু, লক্ষ্মণ রাও, মঙ্গল মুন্ডা, বেঙ্কট রেড্ডি, আজহার মালিক, দীপক সর্দার, গণেশ ছেত্রি, শ্যাম বীরবংশী -এই আটজনের দল। বয়স সব পাঁচ - ছয় থেকে নয়-দশ। কালো কালো ছোটো মানুষগুলো গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে ধুলো উড়িয়ে। কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না তবু হাঁটছে তারা দল বেঁধে। জ্যৈষ্ঠের মাটি ফাটা গরমে তাদের আধা উলঙ্গ শরীর ঘামে চিক চিক করছে। পা ময় চিটচিটে লাল ধুলোর পরত। মাথার চুল রুখু - বাবুই পাখির বাসা যেন। হাড় জিরজিরে বুক, পেটের খোঁদল ঢুকে গেছে গভীরে। সাত সকালেই সূর্য যেন আগুন ঢেলে দিচ্ছে চরাচরে। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। তারা হাসছে ছুটছে এ ওর গায়ে ধুলো ছিটিয়ে দিচ্ছে। এই তাদের খেলা। দড়ি বাঁধা প্যান্ট কারুর বা খুলে পড়ছে বারবার, আর টেনে টেনে তুলছে তা। কারুর প্যান্টের পেছনটা পুরোটাই ফাঁটা। তারা হাঁটছে মেঠো পথ ধরে— কোথায় যাবে জানে না, তবুও হাঁটছে ছেলের দলটি। আর না হেঁটেই বা উপায় কি: কিছু তো করা চাই তাদের। তারা নিরুপায়, তাই হাঁটছে। রাস্তার পাশে বাবলা গাছটার ডালে হঠাৎই একটা কাঠবেড়ালি রাস্তা থেকে দৌড়ে উঠে বসল আর ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেদের দলটাকে দেখতে লাগল মনোযোগ দিয়ে। শ্যাম আচমকা একটা ঢেলা কুড়িয়ে ছুঁড়ে দিল কাঠবেড়ালিটার দিকে। লাগল না, শুধু দু-একটা পাতা খসে পড়ল। তিড়িং করে কাঠবেড়ালিটা আরও ওপরে উঠে যেতে ওরা হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ল এ ওর গায়ে। দীপক সবচেয়ে ছোট সে পিছিয়ে পড়ছিল আর প্যান্টটা টেনে তুলতে তুলতে দৌড়ে দৌড়ে এসে যোগ দিচ্ছিল দলের সঙ্গে।

যদিও এটা জঙ্গলমহল, তবু গাছপালা নেই খুব একটা এখানটায়। হয়তো এককালে জঙ্গলই ছিল। হয়তো তা কাঠ হয়ে চালান হয়ে গেছে শহরে সেই ব্রিটিশ আমলে কিংবা স্বাধীনতার পরেও — ছেলেদের দল তা জানে না, তাদের অবশ্য জানার কথাও নয়। চারিদিকে ধুধু লালমাটির ডাঙ্গা, উঁচু নীচু। তবে দূরে দিগন্তে সবুজ রেখা ঘন হয়ে আছে। ওখানে জঙ্গল ঘন বড়ো।

দীপক হঠাৎ পেট চেপে বলে ওঠে— পেটটা কেমন কামড়াচ্ছে যেন। তোরা যা। আমি ঘর যেছি। খিঁচে থাক খানিকক্ষণ - তা বাদ ধীরে ধীরে ছাড় বাতাসটা। দু - তিনবার কর। দেখবি ঠিক হয়ে যাবে। একটানা বলে নিঃশ্বাস ছাড়ে রাম ফোঁস করে। -হুঁ! ঘর যাবে। ঘরে কি ভাত আছে যি পেটের দরদ কমবে? তার চেয়ে চল, জঙ্গলে যাই- উখানে জামগাছ আছে, যদি পাকা জাম পাই, নইলে তেঁতুলপাতা তো আছেই। খানিক চিবিয়ে মোরাল জল খেয়ে লিবি একপেট। দেখবি পেটের দরদ ঘুচে যাবে।

সবাই হই হই করে উঠল - চল, চল জঙ্গলেতে চল।

—যদি পুলিশ ধরে? আজাহার একটু দোনমনা করলেও তা পাত্তা পেল না ওদের সবার মিলিত উচ্ছ্বাসে।

—হুঁ, হুঁ চল জঙ্গলেতে চল। মজা হবে।

যেতে যেতে একজন একটা মরা ডাল কুড়িয়ে নেয়। বাগিয়ে ধরে বন্দুকের মতো — উ্যারা - রা- রা সে বলল - এই আমি বেশ পুলিশ।

অমনি আর একজন তার হাত থেকে ডালটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। —শালা, তুই কেন পুলিশ? তোর প্যান্ট ফাটা, পোঁদ দেখা যেছে। তুই বনপার্টি, আমি পুলিশ।

দু'জনে ঝটাপটি করতে করতে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে। অন্য ছেলেরা ধুলো ছুঁড়ে দেয় তাদের গায়ে, হাসে - হাঃ হাঃ। মজা, এই তাদের মজা।

আসলে খিদে ভুলতে তার সকাল থেকে দিনভর এমনই মজাতে মাতে, মাততে বাধ্য হয়। তিন মাস হলো তাদের ইস্কুল বন্ধ। পুলিশ - মিলিটারি থানা গেড়েছে তাদের ইস্কুলে। ঐ যে যেদিন পাঁচ গাঁয়ের লোক পঞ্চাৎ মিঠুন মাহাতোর দালানটা পুড়িয়ে দিল, তার পরদিন থেকেই পুলিশ-মিলিটারি তাদের ইস্কুলে। কত লোককে ধরে থানায় চালান করে দিয়েছে। এমনকি ছোটোরা যারা একটু সেয়ানা —তাদেরকেও চালান করে দেয় পুলিশ। সে থেকে গাঁয়ের বড়োরা আর ঘরে নাই। সবাই গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছে যে যার মতো। ইস্কুল সেই যে বন্ধ হলো আর খোলে নাই। ইস্কুল খোলা থাকলে তবে তো ছেলে দুটো খেতে পায় - পোকাধরা চালের খিঁচুড়িই হোক আর ঘ্যাঁটই হোক, পেটটা তো ভরে তাদের ইস্কুলের মিড ডে মিলে! আবার বাপ-দাদারা ঘরছাড়া, তাই ঘরেতে অভাব। চাষ বন্ধ ওদের মেয়েরা জঙ্গল থেকে শুকনো ডালপালা ভেঙে মাথায় করে শহরে বিক্রি করে যাহোক কখনো সখনো দশ-বিশ টাকা পেলে তবে হাঁড়ি চড়ে ঘরে। নইলে জঙ্গলের শাক - পাতা - কন্দ ভরসা। তাও জঙ্গলে ঢুকলে পুলিশ তাড়া করে। কী করবে ছেলের দল? তাই দিনভর তারা তাদের মতো মজাতে মেতে খিদে ভোলার চেষ্টা করে।

হঠাৎই একজন একটা টানাকাঠির বাক্স কুড়িয়ে পায়। নাড়িয়ে দেখে কাঠি আছে তাতে কয়েকটা। রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে কখনো কারও পকেট থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে হয়তো। কোনো পুলিশ বা মিলিটারি পকেট থেকে পড়ে গেছে অজান্তে, এমন হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। কেননা রাস্তা দিয়ে মরদরা আর হাঁটে কেন? কেউই তো নাই। পুলিশরাই তো হাঁটে, যায় - এদিক ওদিক, দিনে রাতে।

পাওয়ার আনন্দে নেচে ওঠে সে। —এইই দেখ শলাই কাঠিও আছে রে।

রাম তো বড়, তাই বলে — রেখে দে, ঘরেতে কাজে লাগবে। ততক্ষণে জঙ্গল এসে গেছে, ওরা জঙ্গলে

ঢোকে। শুরুতে জঙ্গলটা ন্যাড়াই। শুধু দু - একটা শাল, মহুয়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে। মাটি গ্রীষ্মের তীব্র ঝলাসে ফাটা, ধুলি ধূসর - লাল ধুলো। বর্ষায় যে ঘাস, বুনো ঝোপ, লতানে গাছ সবুজ করে রাখে মাটি তা ধীর্ঘ ঝলাসে জ্বলে পুএন খাক সব। ওরা জঙ্গলের আরও গভীরে ঢোকে। ওরা জানে কোথায় ঝোরা, কোথায়ই বা জামগাছের ঝাড়। চলতে চলতে ওরা দেখে এক ফাঁকা জায়গায় কিছু ভাঙা শুকনো জাল, মরা পাতা জড়ো করা। — খ্যাড়কাট। গাঁয়েরই কেউ হয়তো জড়ো করে রেখেছে। পরে নিয়ে যাবে ঘরে। জ্বালানি হবে।

ছেলেদের একজন বলে— এ গণেশ শলাইটা দে তো মজা হবে।

গণেশ দেশলাই বাস্কটা পেছনে লুকোয়।

—না দেব না, আমি পেইচি বলে।

—নেব না, একবার একটা কাঠি ঢুকে তোকে ফেরৎ দিব। খ্যাড়কাটে আগুন ধরাব। মজা হবে রে। তোর শলাই তুই হবি বনপার্টি, আমিও। বাদবাকি পুলিশ হবে। যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলব আমরা। মিঠুন পঞ্চাতের দালানটায় আগুন ধরাবো বেশ আমরা...।

সবাই হো-ও -ও বলে সোৎসাহে সায় দেয়। দীপক প্যান্ট ওঠাতে ওঠাতে বলে - আমি বনপার্টি হব। আজহার বলে - আমিও।

ওরা সবাই একটা করে ভাঙা ডাল কুড়িয়ে নেয়। শ্যাম কাঠি ঠুকে আগুন ধরায় জড়ো করা কাঠ-পাতার স্তুপে। দীর্ঘদিন রোদে পোড়া, জলহীন শুকনো পাতা-ডাল দপ করে জ্বলে ওঠে আগুনে। গ্রীষ্মের ঝলাস তাতে হাওয়া দেয়। আগুন লকলকিয়ে বেড়ে ওঠে। ট্যারা-রা-রা, দুম দুম। ওরা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় মেতে ওঠে।

ওদিকে দুরে জঙ্গল দিয়ে যে মেঠো সরানটা চলে গেছে, তার একপাশে ঢালু জমিতে ঘন ঝোপের আড়ালে দু'টি শরীর শুয়ে ছিল আকাশ-মাটিকে সাক্ষী রেখে। বলশালী পুরুষের চাপে নিচের হাড় - জিরজিরে নারী শরীরের হাড় - গোড়গুলো সড়সড় করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল যেন। হঠাৎই পুরুষ শরীর শ্বাস নিতে মাথা তোলে ওপরে। তখনই তার চোখে পড়ে অনতিদূরের ধোঁয়ার আকাশে উঠে যাওয়া। তড়াক করে ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। - মাওবাদী, নকশাল! পালা শিগ্‌গির। এ বলে সে কোনোমতে তার পাশে রাখা উর্দিটা গায়ে চড়িয়ে নেয়। তখনই বন চিরে ভেসে আসে হল্লা - হো - ও-ও!

—ও ছোটো ছেলেরা। ছেঁড়া, মলিন শাড়িখানা গায়ে জড়াতে জড়াতে বলে নারীটি।

পুরুষটি ততক্ষণে তার এস.এস.আর. জড়িয়ে ধরে দু'হাতে। ধাতব গরম যন্ত্রটা বুকে বল জোগায় এ বিশ্বাসে যেন। গুঁড়ি মেরে বসে ঝোপের আড়ালে। —বিশ্বাস নেই শালাদের। ছেলেই হোক আর ছেলের বাপ- সব বিষ ঝাড়। চাপা গলায় বলে লোকটি। গুঁড়ি মেরে এগোতে চেষ্টা করে সে।

—আমার টাকাটা?

—যা ভাগ্ জল্‌দি। দাঁতে দাঁত চেপে বলে সে যন্ত্রধারী। মনে হয় এক্ষুনি ট্রিগার টেনে ঝাঁঝরা করে দেয় শালিকে। কিন্তু তাতে শত্রুরা পজিশন জেনে যাবে আর তাই অগত্যা পকেট থেকে একখানা দলাপাকানো নোট পেছনদিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে যায় সে সাবধানে। কিছুটা দূরেই ক্যাম্প তার।

—কাল আসব?

—আসবি। এখন ভাগ শালি। কথা বলিস না — তোর জন্যে বিপদে পড়ব দেখছি। ঝোপের আড়াল থেকে চাপা একটা আর্তনাদই ভেসে আসে যেন।

মাটি থেকে গান্ধীছাপ মারা কুড়িটাকার লাল নোটটি তুলে খুঁটে বাঁধে, ঘুরে পথে হাঁটা দেয় গাঁয়ের পানে সে নারী। না, ছেলেদের মুখোমুখি হতে চায় না সে। কুড়ি টাকায় এককিলো চাল, একটু নুন, পোয়টাক আলু হয়ে যাবে। যা হোক আজ সাঁঝে, কাল দিনে ছেলেটাকে দুটো মাড়ভাত আলুসিজে দেওয়া যাবে। কতদিন পেটভরে ভাত দিতে পারে নি ছেলেকে তার। ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটে সে নারী - রাম, শ্যাম, আজহার, দীপক, বেঙ্কট, মঙ্গল কিংবা গণেশের মা।

—হো-ও-ও!

—বনপার্টি জিন্দাবাদ, পুলিশ তু মুর্দাবাদ।

—তরে রে শালার দল। চল থানাকে, এমন হুড়কো দোব না। হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ বেরিয়ে যাবে।

ট্যারা-রা-রা, দুম্-দুম্। খেলা জমে উঠেছে খুব। ছেলের দল লাঠি হাতে এ ওর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, গড়াগড়ি যায়। ধুলো ওড়ে বাতাসে লাল ধুলো, আগুনের শিখা লকলকিয়ে ওঠে ওপরে। খেলা জমে ওঠে যেন খেলারই নিয়মে। আর সে লকলকে আগুন আরও আরও ওপরে ওঠে। আশেপাশের শুকনো বাতাসে টেনে নেয় বকে তার। আর টেনে আনে নিঃশব্দে তাদেরকেও, ছেলের দল জানতেও পারে না। হিংস্র হায়নারা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসে আগুনকে ঘিরে। তাদের ক্যামোফ্রজ পোষাক সবুজে মিশে একাকার যেন।

হো-ও-ও! আগুন লকলকিয়ে নাচে। হঠাৎই একটি অগ্নিশিখা ছুটে আসে দূর বনের আড়াল থেকে —ব্যাং! একটি ছেলে ছিটকে আকাশে উঠে আবার মাটিতে পড়ে যায়। ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা এক কায়েম হয় সহসা।

সাঁঝ লেগেছে। ভাত বেড়ে বসে আছে মা - রাম, শ্যাম, গণেশ, আজহার, মঙ্গল কিংবা দীপক, লক্ষণ অথবা বেঙ্কটের মা। ছেলে ঘরে ফেরে নাই এখনো!

জ্বালানি না পেয়ে অগ্নিশিখা নিয়ে গেছে তখন। হয়তো বা ছাইচাপা কিছু আগুন জ্বলতে থাকে নিভৃতে, নীরবে - রাষ্ট্রের জানতেও পারে না। সাঁঝ লেগেছে - তারা ফিরে গেছে ক্যাম্পে নিশ্চিন্তে, উল্লাসে।